তারিখ 31 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

011

শিক্ষার্থীদের বানান ভুল ও প্রতিকার

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষা মানুষকে সুন্দর ও সাবলীল জীবন নির্বাহে সাহায্য করে। সুশিক্ষা জীবনকে অর্থবহ ও স্মরণীয় করে। এ শিক্ষার বলে মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গণ্য হয়। সুশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা ও বাধা রয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেনি। শিক্ষা গ্রহণে রয়েছে নানা সমস্যা। শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বানান লিখন ও পঠনে ভুল করছে। এক অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করছে। এজন্য তাদেরকে এককভাবে দায়ী করা যায় না। এ জন্য দায়ী শিক্ষক, অভিভাবক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সর্বোপরি প্রচার মাধ্যম।

এককালে শিশুকে পাঠশালা কিংবা মক্তবে ভর্তির সময় তার হাতে শোভা পেত আদর্শলিপি। এগুলো থেকে শিশু সূচনা হতে অক্ষর ও বানান রীতি শিখতে পেত। কিন্তু আজকাল আর তা হচ্ছে না। আদর্শলিপির ব্যবহার আজ অবহেলিত। ফলে অক্ষর জ্ঞান ও বানান শিক্ষার বিষয়টি শিশুর কাছে অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে। এর প্রভাব কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। সে বানান শিখতে ও উচ্চারণে ভুল করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা হচ্ছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞানদাতা। শিক্ষার্থী সরাসরি তাদের সংস্পর্শে আসে। তাদের আচার আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি, শব্দ উচ্চারণ ও শব্দ প্রয়োগ-এর বিষয়টি তারা প্রত্যক্ষ করে। আমাদের শিক্ষক সমাজে কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা শুদ্ধ উচ্চারণ করেন না কিংবা গুরুত্ব দেন না। এমনও হতে পারে বানান কিংবা উচ্চারণ রীতি সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। যখন কথা বলেন বিকৃত উচ্চারণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা তাঁদের কথা অনুসরণ করতে গিয়ে বানান ভুল করে বসে।

শিক্ষাদানে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বানান ভুলের অন্যতম কারণ। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। তারা শত চেষ্টা করেও আঞ্চলিক টান ও ভাষা পরিহার করতে পারেন না। যেহেতু শিক্ষক - সেহেতু তাদেরকে পাঠদান করতে হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বানান ভুল করে। আজ পর্যন্ত বাংলা শব্দের উচ্চারণ বিধির সর্বজনগ্রাহ্য কোন পদ্ধতি বা রীতি মানা হচ্ছে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উচ্চারণ ও ভাষা শিক্ষার সুযোগ নেই বললেও চলে। তাঁরা এখনো প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছেন। অনেকে পরিবর্তিত বানান রীতির খোঁজ খবর রাখেন না। অনেক সময় তাদের এ অজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের বানান ভুলের জন্য প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে লেখার পদ্ধতি শেখানো হয় না।

ফলে ঐ সকল শব্দ লিখতে গিয়ে তারা ভুল করছে। বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ রয়েছে যা লেখা তো দূরের কথা অনেক শিক্ষার্থী উচ্চারণটি পর্যন্ত করতে পারে না। ফলে বানান ভুল করাটাই স্বাভাবিক।

পারিবারিক বৈশিষ্ট্য বানান ভুল লেখার প্রধান কারণ না হলেও অন্যতম কারণ। শিশু জন্মের পর পরিবারেই বড় হয়। সে পরিবারে পিতা-মাতাসহ অন্যান্যের কথাবার্তা, আচরণ অনুসরণ ও অনুকরণ করে। অনেক অশিক্ষিত পরিবারের সদস্যরা অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা ও বিকৃত উচ্চারণ করে থাকে। শিশু কিংবা শিক্ষার্থী তা অনুসরণ করে লেখার বেলায় বানান ভুল করে। তাছাড়া শিশুদের মেধা শক্তি খুবই প্রখর।

একবার ভুল শব্দ শিখলে তা সহজে ভুলতে চায় না।

বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। সেই সূত্রে ছাপাখানার যন্ত্রটি এক অত্যাশ্চর্য দান। কিন্তু এখানে যে ভুল হচ্ছে তা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সংক্রমিত হচ্ছে। ছাপাখানার অক্ষর যতই ভুল হোক তারা শুদ্ধ হিসেবে গণ্য করছে। পত্র-পত্রিকায় ভুল বানান থেকেও শিক্ষার্থীরা ভুল বানান শিখছে। এছাড়া রয়েছে সিনেমা, যাত্রা ও নাটকের ভুল বিজ্ঞাপনসহ চটকদার আবেদন যা থেকে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রচার মাধ্যমগুলোতে বিশেষ করে রেডিও এবং টিভিতে মাঝে মাঝে এমন কতিপয় শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শোনা যায় যা থেকে শিক্ষার্থীসহ দর্শক-শ্রেতার মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে। এ থেকেও শিক্ষার্থী ভুল বানান লিখছি। অনেক সময় নাটকে আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষার ব্যবহার ও বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের লিখন ও পঠনে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাচ্ছে।

সমস্যা যখন আছে সমাধানও থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা শিক্ষার্থীদের নির্ভুল বানান শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি।

(১) আমাদের কথাবার্তায় শুদ্ধ শব্দ ও উচ্চারণ বিধি মেনে চলতে হবে।

(২) শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাষা জ্ঞান ও বানান রীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত আদর্শলিপি পাঠ আবশ্যকীয় করতে হবে।

(৪) ভাষা সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানতে হবে।

(৫) ছাপাখানায় যাতে ভুল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) রেডিও-টিভিতে শুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহার করতে হবে।

(৭) সংবাদপত্রের বানান ভুল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(৮) রাস্তার পাশে ভুল বানানে লেখা সকল সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলতে হবে।

মোঃ বাছেদ মিয়া (বাসু)